শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৫০-শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, শনিবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯, ০১ ডিসেম্বর ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৫০-শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজ ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিন। আমাদের বিজয়ের মাস। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতার প্রতি। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত মা-বোনদের স্মরণ করছি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

চিকিৎসাসেবা পাওয়া মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। এজন্য আমরা স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। সারাদেশে নতুন নতুন হাসপাতাল স্থাপন করা হচ্ছে। পুরাতন হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আমরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করার কাজ শুরু করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে ২০৬টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে। আরও ৯৭টিতে শয্যা বাড়ানোর কাজ চলছে। ১৮টি জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতালসহ ৪২টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। চারটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

বেসরকারি পর্যায়ে তিনটি নতুন মেডিকেল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ, তিনটি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এবং ৪০টির বেশি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছি। ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে টেলি-মেডিসিন সুবিধা প্রতিটি গ্রামে পৌঁছানো হবে।

সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

আমরা গত প্রায় সাড়ে তিন বছরে শুধু স্বাস্থ্যখাতে ৩৯ হাজারের বেশি কর্মী নিয়োগ দিয়েছি। এরমধ্যে ৫ হাজার ৭৭৩ জন চিকিৎসক, ১২ হাজার ৭৪১ জন কম্যুনিটি হেলথ কোয়ার প্রোভাইডার, ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারি, প্রায় দেড় হাজার নার্স, ১২ হাজার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি এবং আড়াইশো টেকনোলজিস্ট রয়েছে।

মেডিকেল কলেজের জন্য ১ হাজার ৭৮৬ টি শিক্ষকের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ২ হাজার ৫৪৬টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নার্সদের পদমর্যদা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল হাসপাতালে ওয়েব ক্যামেরা ও ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম চালু করেছি। এতে দরিদ্র নারী ও নবজাতকের নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়েছে।

শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য আমরা জাতিসংঘের এমডিজি-৪ এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বীকৃতি হিসেবে সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড পেয়েছি।

দেশের উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই তখন জিনিপত্রের দাম ছিল আকাশচুম্বি। আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসেছি।

বিশ্ব মন্দা সত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা সচল রেখেছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৫ম উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। প্রবাসী আয়ের দিক থেকে আমাদের অবস্থান ৭ম। গত অর্থবছরে এ খাতে আমরা ১২৮৪ কোটি ৩৪ লাখ মার্কিন ডলার আয় করেছি।

গত তিন বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ১১% থেকে কমে ৪.৯৭% হয়েছে। খাদ্যপণ্য মূল্যস্ফীতি ১৩ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮৪৮ মার্কিন ডলার।

দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। দারিদ্রের হার কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৬৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দৈনিক প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১২ বিলিয়ন ডলারের উপর।

আমরা চলতি বছর দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রায় সাড়ে ২৩ কোটি বই বিতরণ করেছি। আগামী বছর ২৭ কোটি বই বিতরণ করা হবে। দেশের ৪ হাজার ৫৮২টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। আমরা থ্রি-জি মোবাইল চালু করেছি।

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। দারিদ্র্য দূর করার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে এশিয়ার সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

আসুন সবাই মিলে দেশটাকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...